দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 01 JAN 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 3

01 JAN 1989

ডাকসু নির্বাচন

নিয়ম অনুযায়ী অধিকাংশ নেতা ছাত্র নন

॥ রেজানুর রহমান ॥

একাধিকবার চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ না করার কারণে অধিকাংশ ছাত্রনেতা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজপত্রে ছাত্র নন। ফলে ডাকসু নির্বাচনে তাহাদের অংশগ্রহণের ব্যাপারটি জটিল হইয়া উঠিয়াছে। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে

(১১শ পৃঃ দ্রঃ)

ডাকসু নির্বাচন

(১ম পৃঃ পর)

অংশগ্রহণ করিতে হইলে প্রার্থীকে অবশ্যই সেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্র হইতে হইবে—ইহাই নিয়ম। কিন্তু খোঁজ নিয়া দেখা গিয়াছে, ছাত্রলীগ (মু-না) সভাপতি মুশতাক হোসেন ছাড়া অপর সকল ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতা বিশেষ করিয়া সভাপতি একাধিকবার নিজস্ব বিষয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ না নেওয়ার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রের মর্যাদা হারাইয়াছেন। ডাকসু নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে হইলে তাহাদের পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে হইবে। কিন্তু এই ভর্তি প্রক্রিয়া কিভাবে সম্ভব, কর্তৃপক্ষ এখনও তাহা নির্ধারণ করে নাই।

এদিকে ডাকসু নির্বাচনের ব্যাপারে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে তৎপরতা শুরু হইয়াছে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ একক প্যানেলে প্রার্থী মনোনয়ন দানের ব্যাপারে জোর তৎপরতা শুরু করিয়াছে। একটি সূত্রের মতে সম্প্রতি ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদে পরিষদের বিজয়ের পর ডাকসুতে একক প্যানেল দেওয়ার ব্যাপারে পরিষদের সাধারণ কর্মীরা দাবী তুলিয়াছে।

অপর একটি সূত্রের মতে একক-ভাবে প্যানেল দেওয়ার ব্যাপারে জোর চেষ্টা শুরু হইলেও বিশেষ বিশেষ পদ নিয়া ইতিমধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়াছে। অন্য একটি সূত্রের মতে ছাত্র নেতা মোশতাক হোসেন ও সুলতান মোহাম্মদ মনসুরের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ পদে মনোনয়ন দেওয়ার প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে। সূত্রটির মতে পরিষদের অপর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা না করিলেও বিশেষ কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের কর্মী পর্যায়ে ইতিমধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। সূত্রটির মতে এই অসন্তোষ পরিষদে ভাঙ্গনও আনিয়া দিতে পারে। তবে ছাত্র নেতা তাহের উল্লাহ, জহির উদ্দিন স্বপন নাজমুল হক প্রধান প্রমুখ গতকাল জানান, যেভাবেই হউক ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ব্যানারে একক প্যানেল দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করা হইবে।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলও ডাকসু নির্বাচনের ব্যাপারে তোড়জোড় শুরু করিয়াছে। একটি সূত্র জানায়, ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি শামসুজ্জামান দুদু একটি বিশেষ পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন। এই পদে বর্তমান সভাপতি আসাদুজ্জামান রিপনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করিয়াছেন। ছাত্রদল নির্বাচনের সময় পিছাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও কর্তৃপক্ষ ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে একমত। ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে যাহাতে নির্বাচন সমাপ্ত করা যায় সে জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন শুরু হইয়াছে। ভোটার হওয়ার নিয়ম অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ ১০ই জানুয়ারীর মধ্যে অনার্স পরীক্ষার্থীদের মাষ্টার্সে ভর্তির নির্দেশ দিয়াছেন। এই নির্দেশ অনুযায়ী অনার্স পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পূর্বে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি হইতে হইবে।